শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও পুরী

শ্রীশরদিন্দু রায়, বি, এ, বি, ই, স্থপতিরত্ন ॥

সিউড়ী

১৯৩৪

 মূল্য দুই আনা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও পুরী

শ্রীশরদিন্দু রায়, বি, এ, বি, ই, স্থপতিরত্ন ঃ

সিউড়ী

১৯৩৪

 মূল্য দুই আনা

ক

পুরী।

প্রথম অধ্যায়।

সেই পুরাকালে কোন্ সত্যযুগের সময় মালোয়া দেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা বাস করিতেন; তিনি অতীব বিষ্ণুভক্ত ছিলেন; তাঁহার ইষ্টদেবতার নাম ছিল "নীলমাধব"। এই ইষ্ট-দেবতার সজীব বিগ্রহমূর্ত্তি উড়িষ্যার কোন এক স্থানে আছেন, ইহাই তাঁহার জানা ছিল; কিন্তু কোথায় ও কি ভাবে বা কাহার কাছে তিনি আছেন, নির্দ্দিষ্টভাবে তাহা জানা ছিল না। ভগবানের লীলা বোঝা ভার; ঐ বিগ্রহমূর্ত্তি পাইবার জন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার মন অত্যন্ত উচাটন হইল এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ চতুর্দ্দিকেই তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে ঐ বিগ্রহ-মূর্ত্তির অন্বেষনে পাঠাইয়া দিলেন। সকলদিক হইতেই ব্রাহ্মণরা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, আসিলেন না কেবল একটী ব্রাহ্মণ যিনি পূর্ব্বদিকে গিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ সাভর-দিগের দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বাসু নামে এক ব্যাধ এই জঙ্গলে বাস করিত এবং তাহার ঐ জঙ্গলে প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। বাসুর সহিত ব্রাহ্মণের দেখা হইলে, ব্রাহ্মণ বাসুকে তাহার নীলমাধবের সন্ধান জিজ্ঞাসা

করে। বাসু নীলমাধবের সন্ধান জানিত এবং নীলমাধবই তাহার উপাস্য দেবতা ছিলেন। সত্যবাদী বাসু ব্রাহ্মণকে বলিল, "হাঁ, আমি নীলমাধবের সন্ধান জানি; এখন আপনি আমার বাড়ী চলুন।" ব্রাহ্মণ বাসুর বাড়ী যাইলেন ও বাসুর আতিথ্য স্বীকার করিলেন। এই ভাবে দিন যায়, কিন্তু বাসু নীলমাধবের সন্ধান ব্রাহ্মণকে দেয় না, ভয়, পাছে ব্রাহ্মণ তাহার আদরের নীলমাধবকে লইয়া পলায়ণ করে, বাসু একদিন স্থির করিল ব্রাহ্মণকে কিছুতেই তাহার দেশে ফিরিয়া যাইতে দিবে না। তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবে; শৃঙ্খল হইবে তাহার কন্যার পাণি। ইহাই স্থির করিয়া সেই বাসু ব্রাহ্মণকে তাহার কন্যার পাণি-গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল। কন্যাদান করিয়া বাসুও নিজেকে গর্ব্বান্বিত ও কৃতার্থ মনে করিল; তাহার বংশের মর্য্যাদা বাড়িল, ব্রাহ্মণ তাহার জামাতা হইলেন।

বাসু প্রত্যহই জঙ্গলে যায় ও তাহার নীলমাধবকে ফল, মূল খাওয়ায় ও ফুল দিয়া সাজায় কিন্তু ব্রাহ্মণকে নীলমাধবের কোনও সন্ধান দেয় না। ব্রাহ্মণ যদিও এই সাভর দেশে আসিয়া পত্নী পাইয়াছেন তথাপি তাঁহার মন নিজের দেশে ফিরিতে ব্যাকুল; তাঁহার পত্নীর অত সেবা তাঁহার মনকে প্রফুল্ল করিতে পারিতেছে না। তাহার উপর তাঁহার নিজের শ্বশুর নীলমাধবের সন্ধান জানিয়াও তাঁহাকে সন্ধান বলিয়া দিতেছেন না, ইহাতে ব্রাহ্মণের মন আরও ক্ষুণ্ণ। বাসুর কন্যা পার্ব্বতী দেখিল, যে যদিও তাহার স্বামী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, এবং সে নিজেও সর্ব্বগুণান্বিতা,

কিন্তু তাহার স্বামী তাহার প্রতি যেন উদাসীন, ও তিনি সদাই বিমর্ষ থাকেন, লোকজনের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কন্হেন না। পার্ব্বতীর মনও এই সকল কারণে বড়ই বিমর্ষ থাকিত একদিন পার্ব্বতী তাহার পিতাকে বলিল—"স্বামীর মন সংসারে বসিতেছে না, তিনি সদাই নীলমাধব, নীলমাধব বলিয়া কাঁদেন, তাঁহাকে একবার তোমার নীলমাধবকে দেখাইয়া দাও না।" কন্যা পার্ব্বতী বাসুর একমাত্র দুহিতা ; বড় আদরের কন্যার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে বাসুর সাধ্য হইল না ; বলিল,—বেশ শঙ্করকে (বাসু ব্রাহ্মণকে শঙ্কর বলিয়াই ডাকিত) কাল আমার সঙ্গে বনে যাইতে বলিয়া দিও। পরদিবস শঙ্কর ও বাসু উভয়েই জঙ্গলের দিকে রওনা হইল। কিছুদূর যাইয়া বাসুর মনে হইল যে শঙ্কর পথ চিনিলে হয় ত নীলমাধবকে লইয়া পলাইবে—এই ভাবিয়া বাসু শঙ্করের চোখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিল যাহাতে শঙ্কর রাস্তা দেখিতে না পায়। চতুরা পার্ব্বতী পূর্ব্ব হইতেই তাহার পিতার মনের ভাব বুঝিয়াছিল, সেই কারণ সে স্বামীর সঙ্গে কিছু সরিষা দিয়াছিল। ঐ সরিষাগুলি শঙ্কর তাহার শ্বশুরের অজ্ঞাতে ছড়াইতে ছড়াইতে বাসুর হাত ধরিয়া চলিল। বাসু তাহার নীলমাধব সম্বন্ধে কত কথাই না বলিতে বলিতে চলিতেছে আর ব্রাহ্মণ সেই সব শুনিয়া প্রেমে কাঁদিতে কাঁদিতে সাথে সাথে চলিতেছে। কখনও কখনও তাহার সরিষা ছড়াইতে ভুলও হইতেছে! এই ভাবে কিয়ৎদূর যাইলে পর ব্রাহ্মণকে লইয়া বাসু নীলমাধবের সম্মুখে উপস্থিত হইল ও ব্রাহ্মণের চক্ষু-বন্ধনী

খুলিয়া দিল, ও নিজে তখন ফল পুষ্প সংগ্রহ করিতে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণের আজ কত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্নুকৃতির ফলে তাহার বাঞ্ছিত দেবের দর্শন মিলিয়াছে,—সে প্রাণ ভরিয়া তাহার নীলমাধবকে দেখিতেছে ও দর-দর করিয়া চোখের জল ফেলিয়া তাহার ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে ও বলিতেছে—"ঠাকুর বড় কষ্ট দিয়াছ, এই দূরদেশে জঙ্গলের মধ্যে, কিন্তু আজ তোমায় দেখিয়া আমার সকল কষ্ট দূর হইয়াছে—আমায় কি সত্যই বাস্থর গৃহে সারাজীবন থাকিতে হইবে তুমি কি আমাদের দেশে আমার সঙ্গে যাইবে না ?" ব্রাহ্মণ যখন এইভাবে কাঁদিতেছে একটী কাক অক্ষয় বৃক্ষের শাখায় বসিয়া—যে বৃক্ষ-মূলে নীলমাধব ছিলেন—ব্রাহ্মণের কাতর প্রার্থনা শুনিতেছিল। হঠাৎ সেই কাকটী শাখাচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল ও একটী দিব্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ এই দেখিয়া মনে ভাবিল যে, যদি আমিও এই তরু-শাখা হইতে পড়িয়া যাই ও আমার মৃত্যু হয়, আমিও ঐরূপ দিব্যমূর্ত্তি পাইয়া আমার নীল-মাধবের কাছে সদাই থাকিব—তখন গিরি-কন্দর, নদ-নদী, সাগর-প্রান্তর আমার ভগবানের কাছ হইতে আমাকে দূরে রাখিতে পারিবে না—আমিও তবে বৃক্ষে উঠি। বাস্তবিক ব্রাহ্মণ যখন বৃক্ষে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, বাস্থ ফল, মূল পুষ্প লইয়া তখন ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। ঠিক সেই সময়েই এক দৈববাণী হইল—"ব্রাহ্মণ! তুমি না প্রতিশ্রুত আছ, তোমার রাজাকে আমার এই স্থানে অবস্থিতির বিষয় সংবাদ

দিতে—তুমি যাও তাঁহাকে সবিশেষ সংবাদ দাও।” উভয়েই স্তম্ভিত—ব্রাহ্মণের আর প্রাণত্যাগ করা হইল না, ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিল। বাসু তাহার যত্নে সংগৃহীত পুষ্প দিয়া নীলমাধবকে সাজাইল ও তাঁহার পূজা করিতে বসিল। কিন্তু কৈ পূর্ব্বেকার মত আকুলতা! মন যে উচাটন; রাজা সংবাদ পাইলে যে তাহার আদরের নীলমাধবকে লইয়া যাইবেন, ইহাই ভয়; তাহার আর পূর্ব্বেকার সেই একাগ্রতা আসিল না; ফল দেবতার ভোগের জন্য নিবেদন করিল; কিন্তু কৈ আজ ত নীলমাধব আসিয়া তাহার হাত হইতে ফল লইয়া যাইলেন না। তখন বাসু বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—“ঠাকুর নীলমাধব, আজ আমার এমন কি দোষ হইয়াছে যে তাহা অমার্জ্জনীয়, আমার যত্নে আনা ফল তুমি খাইলে না।” সরল ব্যাধ যখন এইভাবে কাঁদিতেছে তখন সে এক দৈববাণী শুনিল, ভগবান বলিতেছেন,—“বাসু, বাছা আর কাঁদিও না; আমি এতদিন তোমার একার ছিলাম—তুমি ছাড়া কেহ আমায় এই স্বরূপে পূজা করিত না। আমি যে বাবা জগতের নাথ, আমাকে পূজা করিতে যে সকলে চায়, তুমি ব্রাহ্মণকে তাহার রাজার নিকট যাইতে দাও; আমার এখানে থাকার কথা সে রাজাকে সংবাদ দিবে; আমিও আর ফল-মূল খাইব না; লোকের দেওয়া সিদ্ধ পক্ক অন্নও খাইব; সিদ্ধ পক্ক খাইতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। এখন হইতে আমায় লোকে **জগন্নাথ** বলিয়াই ডাকিবে। আমি যে জগতের নাথ, এই গণী দেওয়া নাম

"নীলমাধব" আমায় মিষ্ট লাগে বটে, কিন্তু "জগন্নাথ" নাম কি আরও মধুর নয় ! ! !

বাসু ও শঙ্কর উভয়েই বাড়ী ফিরিয়া আসিল—এবার শঙ্করের চোখ বাঁধা নাই ; বাসু জানিয়াছে তাহার ঠাকুর তাহার একার নহে, জগতের ; শঙ্করের উপর আদেশ হইয়াছে শঙ্করকে তাহা পালন করিতে হইবে। দুজনেই অন্যমনস্ক ; শঙ্কর ভাবিতেছে, শ্বশুর মহাশয় কি তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন ? আর বাসু ভাবিতেছে, কি পাপ আমি করিয়াছি যে আমার নীলমাধব আর আমার একার থাকিল না জগতের লোকের কাছে চলিয়া যাইবে ; আমার নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত নিধি আজ পরে লইয়া যাইবে ; রাজার নির্ম্মিত মন্দিরে আমার নীলমাধবকে বসাইলে আমি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব কি ? তাঁহার সোনার অঙ্গ কি আর আমি স্পর্শ করিতে পারিব ? আমার ঠাকুরকে কি আর আমি তেমনি করিয়া সাজাইতে পারিব। বাসু কতই না ভাবিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে দুই জনেই বাড়ী পৌঁছিল। পার্ব্বতী দেখিল দুজনেরই চক্ষু লাল, দুজনেই কাঁদিয়াছে। পার্ব্বতী দুজনেরই মুখের দিকে চায়, কিছুই বুঝিতে পারে না। পরে বাসু তাহার কন্যাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা, নীলমাধবকে আমি আর আমার একার করিয়া রাখিতে পারিলাম না, তিনি জগন্নাথরূপে প্রকট হইবেন ; আর তোমার স্বামীর উপর আদেশ হইয়াছে, তাঁহার রাজাকে এই সংবাদ দিতে।"

বাসুর মন একেবারেই ভাল নাই সে সেই বৃক্ষমূলে রোজ যায় ও ফল পুষ্প দেয় ও কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসে, ঠাকুর আর তাহার দেওয়া ফল মূল খান না। এইরূপে কয়েকদিন যায়, পার্ব্বতী তাহার পিতাকে রোজ নানারকমে প্রবোধ দেয়। বাসুর মন একটু শান্ত হইলে একদিন পার্ব্বতী তাহার পিতাকে বলিল—"বাবা, নীলমাধবের আদেশ পালন করিতে আমার স্বামীকে দাও। আমরা দুজনে আমার স্বামী-গৃহে যাই, আমি স্বামী-গৃহ কখনও দেখি নাই, আমি স্ত্রীলোক, আমার স্বামী-গৃহে যাওয়া ধর্ম্ম। আমার স্বামীও রাজাকে নীলঠাকুরের আদেশ জানাইবেন।" বাসু সম্মতি দিল ও একটী শুভদিনে শঙ্কর পার্ব্বতীকে লইয়া বাসুর গৃহ হইতে বাহির হইয়া নিজ দেশে রওনা হইল। সেথানে পৌঁছিয়া রাজাকে সবিশেষ সংবাদ দিল।

রাজা এই সুসংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন ও তের লক্ষ পদাতিক ও এক অযুত কাঠুরিয়া লইয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নীলমাধবকে আনিতে চলিলেন। নীলমাধবকে বসাইতে নীলাচলই চাই। তিনি অনন্ত, তাই আজ পূজনীয় সাধক তাহার অন্তরের দেবতাকে, জগতের নাথকে—অনন্ত সমুদ্রের তটে—অনন্ত গগণস্পর্শী মন্দিরের ভিতর—তাহার অনন্তদেবকে বসাইতে চলিয়াছেন। তিনি ভবসাগরের কাণ্ডারী, কাণ্ডারীর আবাস আর কোথায় হইবে, অনন্ত সাগরের কুল ছাড়া !! (Indian Art portrays an emotion called up by a scene

—Percival Howell) মন্দির তৈয়ারী হইতে লাগিল; উচ্চ মন্দির ভারি পাথর দিয়া গড়িতে হইবে, অনেক লোক নিযুক্ত হইল। খানিকটা গাঁথা হয়, আর বালু দিয়া চারিদিক ভরাইয়া দেওয়া হয়! ঢালু জমি (inclined plane) না হইলে পাথর উপরে তোলা কঠিন। সেকালে আজকালকার মত অত কল-কব্জা ছিল না—(crane) ক্রেণ ইত্যাদি ছিল না; কাজেই চারিদিকে বালু দিয়া ঢালু করিয়া জমি তৈয়ারী করিতে হইল। দূর হইতে পাথরগুলি গড়াইতে গড়াইতে আনিয়া মন্দিরের ঠিক জায়গায় পাথর গুলি বসান হইতে লাগিল। এই ভাবে কাজ হইতে লাগিল। যখন মন্দির শেষ হইল, তখন রাজা বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু মনের বল কমে নাই। একদিন ভাবিলেন, এইবার আমি বালুকারাশি সরাইয়া ফেলিব ও আমার হৃদয়ের নাথকে এই মন্দিরে বসাইব। আমার মত ভাগ্যবান কে আছে যে আজ আমি জগন্নাথকে আমার গড়া মন্দিরে বসাইতে পারিতেছি। তখন দৈববাণী হইল—"ইন্দ্রদ্যুম্ন, তুমি আমার মন্দির গড়িলে বটে, কিন্তু নীলমাধবরূপে আর বসাইতে পারিবে না।" সেই মুহূর্ত্তেই নীলমাধব মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের মন অত্যন্ত কাতর হইল। একে বয়স হইয়াছে তাহাতে আবার নীলমাধবকে তাঁহার মন্দিরে বসাইতে পারিলেন না, মন একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু ভগবৎ চিন্তা হইতে বিরত হইলেন না—ভগবান তাঁহাকে তাঁহার

"মদের" জন্য শাস্তি দিতেছেন; ইহাই ভাবিলেন, আর তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন, "ঠাকুর এজনমেত আর আপনাকে গড়া মন্দিরে বসাইতে পারিলাম না, পরজন্মে যেন পারি।" দয়ার সাগর ভগবানের কাছে তাঁহার কাতর প্রার্থনা পৌঁছিল; তিনি তাঁহার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত রহিলেন ওদিকে বাসু ও শঙ্কর ও শঙ্কর-প্রিয়া পার্ব্বতীও নশ্বরদেহ ত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জন্মাইলেই মরিতে হয়, আর মরিলেই জন্মাইতে হয়। যিনি ভগবানের সঙ্গে মিলিতে পারিয়াছেন, যিনি আকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়াছেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র; তিনি ত চিনি হইয়াছেন, তাঁহাকে আর চিনি খাইতে পৃথিবীতে জন্ম লইতে হইবে কেন? যখন কর্ম্মফলের অবসান হইল, তখন কেশরী বংশে যুগ পরে পুনরায় ইন্দ্রদ্যুম্ন নাম লইয়াই আমাদের রাজা আবার জন্ম গ্রহণ করিলেন। বাসু, শঙ্কর, পার্ব্বতীও জন্ম লইলেন। কিন্তু আর সে নগরী নাই, সে মন্দির নাই, নীলমাধবের নামও লোকে জানে না। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার কে ঘুচাইতে পারিবে? কেশরী বংশীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন আজ সমুদ্রতীরে বেড়াইতে ভালবাসেন, কেন

ভালবাসেন তাহা তিনি নিজে বলিতে পারেন না। সকল মানুষেরই তাহাই হয়; এক একটা জায়গা বড় ভাল লাগে; মন সেখান হইতে সরিতে চায় না; অথচ কেন যে তাহা হয় বলিতে পারে না। সেটাও পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার। এ ক্ষেত্রেও তাই; রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রত্যহই প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই সমুদ্রতীরে অশ্বপৃষ্ঠে বেড়াইতে যান। একটী বালুর পাহাড়, তাহার উপর গিরিশৃঙ্গের ন্যায় একটী স্থানে বসিয়া রাজা কতই ভাবেন, দেখেন সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র ও চারিদিকেই দূরে এই বালির পাহাড় সমতল ভূমিতে মিশিয়াছে অতি মনোরম স্থান। একদিন ঐ পর্ব্বত চূড়ায় যাইতেছেন হঠাৎ একটী পাথরে পা লাগিয়া ঘোড়াটী পড়িয়া যায়, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নও পড়িয়া যান। তাঁহার পার্শ্বচরেরা তখন অনুসন্ধান করিতে লাগিল কে এই পাথর পর্ব্বত হইতে এত দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছে ও কেনইবা রাখিয়াছে। ইন্দ্রদ্যুম্নের আদেশে তাঁহার লোকেরা বালুকারাশি সরাইতে লাগিল। যতই সরায় দেখে যে, একটী মন্দিরের অংশ অল্পে অল্পে বাহির হইতেছে। আমাদের সেই পুরাতন ইন্দ্রদ্যুম্নের গঠিত মন্দির আজ উদ্ধার হইতে চলিয়াছে; তখন যেটুকু মন্দিরের বালি চাপা হয় নাই, সমুদ্র সেই বাকী কাজ নিজে শেষ করিয়াছে, মন্দির চূড়াও বালুকা দ্বারা আবৃত করিয়া দিয়াছিল। সমুদ্রতীরে যাইলেই এইরূপ বালির ছোট ছোট পাহাড় বেশ দেখা যায়।

ইন্দ্রদ্যুম্নের অশেষ উদ্যম; সহস্র সহস্র লোক নিযুক্ত

বালুকারাশি (inclined planeর বালুকারাশি) সরাইতে। যখন মন্দির বাহির হইল, তখন মনে হইল যেন এই সবে মাত্র মন্দির গড়ান হইয়াছে। ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবল ইচ্ছা হইল জগন্নাথদেবকে এইখানে বসান; কিন্তু জগন্নাথদেব কোথায়? ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রাণ আকুল; ভগবানের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "ভগবন্ আপনি নির্গুণ পরব্রহ্ম; আপনাকে স্বরূপ করিয়া কি ভাবে বসাই অথচ এই সুন্দর মন্দির ত খালি থাকিতে পারে না; আপনার ইচ্ছা না হইলে আমার কি সাধ্য যে আমি আপনার নির্গুণরূপকে সগুণে আনিয়া গড়িয়া আপনার মূর্ত্তি এই মন্দিরে বসাই।" দয়ার আধার ভগবানের মন সাধকের ক্রন্দনে বিচলিত হইল, তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ দিলেন— "ইন্দ্রদ্যুম্ন, নীলমাধব মূর্ত্তিতে আমি আর এখন প্রকট হইব না— লোকে আমাকে জগন্নাথ বলিয়াই ডাকিবে ও আমার দারুব্রহ্ম মূর্ত্তিই লোকে দেখিতে পাইবে। যাও, সমুদ্রতীরে, দারুখণ্ড উঠাইয়া লইয়া আইস ও আমার মূর্ত্তি গড়িয়া প্রতিষ্ঠা কর।" ইন্দ্রদ্যুম্নের নিদ্রাভঙ্গ হইল ও ভগবানকে তাহার কৃতজ্ঞতা চোখের জল দিয়া জানাইতে লাগিল। সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগনে দেখা দিতে না দিতে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল, ভগবান দারুব্রহ্মরূপে প্রকট হইবেন, রাজাকে ইহাই প্রত্যাদেশ হইয়াছে ও তিনি স্বয়ং সমুদ্রতীরে দারুখণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছেন। রাজার পুরোহিত তখন নিজে সেই দারু স্কন্ধে করিয়া তুলিতে নগ্ন-পদে শুদ্ধ-বসনে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কৈ-তিনিও সেই জলে

অর্দ্ধ নিমগ্ন দারুখণ্ড খানি তুলিতে পারিলেন না। উপস্থিত ব্রাহ্মণদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, তাঁহারাও সমবেত চেষ্টায় অর্দ্ধনিমগ্ন দারুখণ্ড সাগর সলিল হইতে তুলিতে পারিলেন না। রাজা ঘর্ম্মাক্ত ও চিন্তিত, হস্তি যুথ (৫০০০ হস্তী) নিযুক্ত করিলেন, তাহারাও লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ সামান্য দারুখণ্ড খানি তুলিতে পারিল না। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর আমি ক্ষীণ দীন মানব; আপনার শক্তির সহিত কি আমরা যুঝিতে পারি? ভগবান দৈববাণী করিলেন—"বৎস ইন্দ্রদ্যুম্ন তোমরা আমার নির্গুণ মূর্ত্তিকেই মন্দিরে বসাইতে ব্যস্ত; আমার শক্তিকে ত তোমরা চাহ না। যে মন্দিরে তুমি আমার মূর্ত্তিকে বসাইতে চাও, উহারই নৈঋত কোণে আমার শক্তির পীঠস্থান, দেবীর নাম বিমলা; যাও, সেই বিমলা দেবীকে তুষ্ট কর, তিনি তুষ্ট হইলে এই দারুখণ্ডকে সলিল হইতে উত্তোলন করিতে তোমাদের কোনই কষ্ট হইবে না। অধিকন্তু আমাকে বাঁধিতে হইলে লৌহ শৃঙ্খল আবশ্যক হয় না, প্রেম-রজ্জুতেই আমি বাঁধা থাকি।" কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপই উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি নিজে সারথি হইয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর স্তব পাঠ কর, তাঁহাকে তুষ্ট কর। সেই কারণেই বোধ হয় আজ পুরুষ উপাসকেরা পাছে প্রকৃতিকে অবহেলা করে, তাহাই তাহাদের সীতারাম, লক্ষ্মীজনার্দ্দন, রাধাশ্যাম, গৌরীশঙ্কর ইত্যাদি বলিয়া ডাকিতে হয়। এইরূপ প্রকৃতি

উপাসকেরা পাছে পুরুষ দেবতাকে অবহেলা করে, তাহাই তাহাদের শিব-দুর্গা, হর-গৌরী ইত্যাদি বলিয়া ডাকিতে হয়। ভগবান আরও বলিলেন—"যাও, বাসু ব্যাধ—সন্নিকটেই বাস করে, তাহাকে ডাকিয়া আন। আমি ব্রাহ্মণেরও ঠাকুর ব্যাধের ঠাকুর ; কেন তুমি কেবল ব্রাহ্মণকে নিয়োজিত করিয়াছিলে—আমার প্রেরিত এই দারুখণ্ড তুলিতে ? বাসু আমার ভক্ত, সে আমায় প্রেম-রজ্জুতে বাঁধিয়াছে, যদিও সে ব্যাধ। আমি সমগ্র জগতে প্রচার করিতে চাই যে আমার কাছে দীন প্রজাও যেমন, রাজাও তেমনি। আমার কাছে নিরীহ মেষও যেমন, হিংস্র ব্যাঘ্রও তেমনি ; আমার কাছে ভেদাভেদ নাই। বাবা, ত্বরিত তুমি বাসুকে আনয়ন কর, সে সশক্তি আমাকে পূজা করে, দেখিবে সে অনায়াসেই আমাকে জল হইতে তুলিতে পারিবে। রাজা কাল বিলম্ব না করিয়া বিমলা দেবীর পূজা করিতে বসিলেন ও তাঁহার মন্দির গড়াইবার বন্দোবস্ত করিলেন। দেবী তুষ্ট হইলে, তিনি বাসুকেও ডাকাইলেন দারুখণ্ড জল হইতে উঠাইতে। বাসুর কি আনন্দ ! সে সরলভাবে বলিয়া উঠিল—"ঠাকুর তুমি সত্যই জগতের নাথ, কেবল ব্রাহ্মণের নাথ নহ, নতুবা আজ তোমার আমার প্রতি এত দয়া কেন !" বাসু সকলের সমক্ষে একটী তৃণখণ্ডের ন্যায় ঐ দারুখণ্ডকে জল হইতে উত্তোলন করিল। চতুর্দ্দিকে "সাধু, সাধু" বলিয়া রব উঠিতে লাগিল ও বাসু যেন যন্ত্র চালিতের ন্যায় অর্দ্ধসমাধিস্থ অবস্থায় সেই দারুখণ্ড মন্দির গৃহে আনয়ন করিল।

দেশ-বিদেশ হইতে অনেক সূত্রধরই আসিল, কেহই ঐ দারুখণ্ডে বাটালির চোট বা ঘা লাগাইতে পারিল না। রাজা ব্যাকুল, অতঃপর এক ব্রহ্মজ্ঞ শিল্পী আসিলেন। শিল্পী আসিয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন যে—"আমি নির্গুণ ব্রহ্মকে স্বরূপ ভাবে সাজাইয়া সাধারণকে দেখাইতে চেষ্টা করিব, তবে আমার তিন সপ্তাহ সময় চাই। এই তিন সপ্তাহ কেহই যেন আমার কার্য্যে ব্যাঘাত না দেয়; আমার তিন সপ্তাহের উপযোগী ভোজ্য এই মন্দির গৃহ মধ্যে দিন ও আমার কথা মত রং ইত্যাদি যাবতীয় উপকরণ দিন।" রাজা শিল্পীকে ব্রহ্মজ্ঞ দেখিয়া তাঁহার কথা মত সমস্তই বন্দোবস্ত করিলেন। (Indian artist is both a priest & a poet," Havell)

ভাস্কর এখন গৃহ মধ্যে যাইয়া দারুখণ্ডটীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তিনি বলিলেন,—"দেব আমায় বুদ্ধি দিন, আপনার মূর্ত্তি গড়িতে আমায় সামর্থ্য দিন, কল্পনার অতীত আপনার মূর্ত্তি তথাপি আজ আপনারই আদেশে আমি এখানে আসিয়াছি, এই দারুখণ্ডে আপনার মূর্ত্তি গড়িতে।" অন্তর্জগতের জিনিষ বহির্জগতে দেখাইতে হইবে। সাধারণে ত অন্তর্জগতের লীলা দেখাইতে পায় না—তাই আজ অসীম দয়াবান, করুণার আধার ভগবান জগন্নাথদেব স্বয়ংই তাঁহার অন্তর্জগতেব লীলা দেখাইবার জন্য এত ব্যস্ত !!

ভগবান ভাবাতীত, সাক্ষীভূত, ত্রিগুণরহিত চরাচর ব্যাপ্ত।

আবশ্যক নাই, তিনি অচল। ভগবান সর্ব্বত্র বিদ্যমান, জলে-স্থলে, মরু-প্রান্তরে, গিরি-কন্দরে, চন্দ্রে-সূর্য্যে সর্ব্বত্রই তিনি বিদ্যমান। কাজেই তাঁহাকে কোথাও যাইতে হয় না, যাইবার স্থানও নাই। যখন চলিতে হয় না, তখন ভাস্কর তাঁহার কল্পিত মূর্ত্তিতে কোনও "পা" দিবার আবশ্যক মনে করিলেন না। ঐ মূর্ত্তিতে কোনও হাত দিবার আবশ্যকও মনে করিলেন না, কারণ ভগবান্ নিষ্ক্রীয়, তিনি নিজের হাতে কোনও কাজ করেন না; তিনি যন্ত্রী, আমারা যন্ত্র, তিনি কর্ম্ম করাইয়া লন, আমরা কর্ম্ম করি। তিনি ইচ্ছাময়, তাঁহার ইচ্ছাতেই সকল কাজ হইতেছে, জগত চলিতেছে। ব্রহ্মজ্ঞ ভাস্কর তাঁহার দারু-মূর্ত্তিতে কোনও হাত বা পা গড়িলেন না, যাহাতে সাধারণ লোকে সহজেই বুঝিতে পারে যে তিনি "চরাচর ব্যাপ্ত ও ইচ্ছাময়।"

ভগবান ভাবাতীত। ভাব হৃদয়ে জাগে; মুখে ও চোখে ব্যক্ত হয়। কিন্তু তিনি সাক্ষীভূত। সাক্ষী হইতে হইলে চোখের দরকার, কাণেরও কিছু দরকার; কিন্তু বেশী দরকার চোখের। চোখ মুখেই থাকে, কাজেই ভাস্কর একটী 'মুখ' গড়িলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাস্করের মনে হইল যে তিনি ভাবাতীত। কাজেই মুখটী এমন ভাবে গড়িলেন যে তাহাতে হাঁসির ভাব বা ক্রন্দনের ভাব, কি গাম্ভীর্য্যের ভাব কিছুই যেন প্রকাশ না পায়। চোখগুলিকে এমন ভাবে আঁকিলেন যে তাহাতে আনন্দের, প্রেমের, হিংসার বা ক্রোধের কোনও প্রকার লক্ষণ না থাকে। কাজেই চোখগুলি বড় বড় গোল গোল করিয়া আঁকিলেন।

মানুষের তেজ চোখে প্রকাশ পায় ; কাজেই চোখ এমন ভাবে গড়িলেন যে কেহ যেন অনেকক্ষণ তাঁহার চোখের দিকে না চাহিতে পারে। আর ভাবিলেন প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর এমন দেবতার চক্ষু দিয়া জ্যোতির ছাড়া লোক আর কি দেখিবে।

ভগবানের রূপ সাধক ভাস্কর এই ভাবে গড়িয়া নিজেই ধ্যানস্থ হইলেন ও তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিজেই করিলেন, অপরে জানিতেও পারিল না। ভগবানের সজীব মূর্ত্তি দারুখণ্ডে প্রতিফলিত হইল ! Indian Art is essentially **idealistic, mystic, symbolic & transcendental (Havel)**

তিন সপ্তাহ অতীত হয় নাই, ভাস্কর মন্দিরের দরজা খোলেন না—ভাস্কর নিজেই ধ্যানস্থ। রাজা, রাণী ও অপরাপর লোকেরা বাহিরে আর বাটালির আওয়াজ শুনিতে পান না, ভাবিলেন বুঝি ভাস্কর দারুমূর্ত্তিতে রং ফলাইতেছেন ; কিন্তু রং দিতে আর কত দিন যায়। বাহিরে সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ বেশী অধীরা হয়। রাণী, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী, সকলের অপেক্ষা বেশী অধীরা হইয়া পড়িলেন। তিনি একদিন নিজে মন্দিরের দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। ভাস্করের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন রাণী সম্মুখে দণ্ডায়মানা। রাণীও এই সামান্য মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিলেন, ভাস্কর নিজে ধ্যানস্থ হইয়াই বসিয়াছিলেন, ভগবানের হাত পা গড়িবার সময় তাঁহার হয় নাই,

রাণীও অপ্রস্তুত। অসময়ে দরজা খোলায় ভাবিলেন, আমিই বা ইহার জন্য দায়ী. ভাস্কর সময়াভাবেই বুঝি ভগবানের হাত পা গড়েন নাই। কিন্তু সেই নরনাথ ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবানের মূর্ত্তি দেখিয়াই স্পন্দহীন, একদৃষ্টে ভগবানের দিকে চাহিয়া আছেন, আর মনে মনে বলিতেছেন—"ভগবান আমার উপর আপনার অসীম করুণা। যে ভাস্কর আপনি আমার নিকট পাঠাইয়াছেন তাহার তুলনা নাই. হয় ত বা নিজেই ভাস্কর-মূর্ত্তিতে আসিয়া নিজের প্রেরিত দারুখণ্ডে এমন মূর্ত্তি গড়িলেন !!" সকল ব্রাহ্মণে মিলিয়া তখন এক বেদী প্রস্তুত করিলেন ও বেদীর অভ্যন্তরে এক লক্ষ শালগ্রাম শীলা প্রোথিত করিলেন ও তদুপরি জগন্নাথদেবকে বসাইলেন। ক্ষণেক পরে রাজা ভাস্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেব. মূর্ত্তি ত দারুময় ; সময়ে এই দারুমূর্ত্তি ধ্বংস পাইতে পারে, তখন কি ব্যবস্থা হইবে ?" ব্রহ্মজ্ঞ ভাস্কর ক্ষণেক গুরু-পাদুকা চিন্তার পর বলিলেন যে—"দ্বাদশ বৎসর অন্তর ভগবানের কলেবর পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, দারু হইবে নিম-বৃক্ষ খণ্ড। কিন্তু যে-সে নিম বৃক্ষে হইবে না। ভগবান অনন্ত নাগের উপর শয়ান। অনন্ত নাগের অনুকল্পে যে নিম বৃক্ষে সর্প বাস করিয়াছে সেই নিম বৃক্ষ ছেদন করিয়া তাহাতেই ভগবানের কলেবর গড়িতে হইবে। আর এক কথা রাজন. ভগবান্কে পূজা করিতে হইলে ভগবান হইতে হইবে। তিনি ত্রিগুণ রহিত, তিনি নিজেই বলিয়াছেন, তাঁহার কাছে ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে ভেদাভেদ নাই ; কাজেই তাঁহার কাছে উপাসনা করিতে কাহারও বাধা

থাকিবে না; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহার চিত্তশুদ্ধি যেন হয়। জাতি নির্ব্বিশেষে ভগবানের প্রসাদ, সিদ্ধ-পক্ক অন্ন সকলে সকলের হাত হইতে খাইবে, যাহাতে মনে সত্ব, রজ, তমের বিকার না থাকে। তিনি স্বয়ং ত্রিগুণ রহিত; তাঁহার পূজা করিতে যাহারা আসিবে তাহারাও যেন মন হইতে সত্ব, রজ, তমের অতীত হয়। ইহার কাছে একাদশীর উপবাসও থাকিবে না।

সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল; আজ ভগবানের পূজা হইবে। যে যাহা পাইল, আনিল; ভগবানের ভোগের জন্য সিদ্ধ-পক্কের ব্যবস্থা হইল। ব্যাধ বাসু উপস্থিত, ভাস্কর-বেশী ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বয়ং পুরোহিত (ভগবানের আদেশে); বাসুর কন্যা পার্ব্বতীও উপস্থিত। প্রজা নির্ব্বিশেষে সকলেই উপস্থিত। বহু সমারোহে পূজা হইয়া গেল। দেশে রাজা শঙ্কর-মুখ হইতে নিঃসৃত ভগবানের বাণী প্রচার করিয়া দিলেন। আমাদের আদর্শ দেবতার আদেশ আজও ৺জগন্নাথদেবের পূজারীরা বহুযত্নে প্রতিপালন করিতেছেন বটে, কিন্তু কেন যে তাঁহারা এখন নিম্নশ্রেণীর অনেক জাতিকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন না জানা যায় না; কবে হইতেই বা এই অননুমোদিত রীতি প্রচলিত হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। ধন্য ভগবান, ধন্য তাঁহার মহিমা, ধন্য তাঁহার দয়া সকল জীবে। নিশ্চয় এমন একদিন ফিরিয়া আসিবে যেদিন বর্ণাশ্রম নির্ব্বিশেষে সকলে চিত্তশুদ্ধি করিতে শিখিবে ও ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে।

রাজা আরও প্রচার করিয়া দিলেন যে, যখন সামান্ত নরনাথের বাড়ী রাজপুরী বলিয়া অভিহিত হয় তখন ভগবান স্বয়ং যেখানে থাকেন, সেই নগরীর নাম পুরীই হইবে।

সময়ে অনেক কিছুই ঘটে। যবনদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পূজারীদিগকে অনেকবার বিগ্রহমূর্ত্তিকে কখনও বা চিল্‌কা হ্রদে, কখনও বা অন্যত্র লুকায়িত রাখিয়াছে। মন্দিরও সংস্কারাভাবে কালে ভগ্ন হইয়া যায়। ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে অনঙ্গভীম রাও উড়িষ্যার রাজা হন। তিনি ভূলক্রমে এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করেন। তিনি প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্খী হইলে, তাঁহার উপর ভগবানের আদেশ হয়—মন্দির সংস্কার করিতে। তিনিই এই মন্দির যাহা আজ আমারা দেখিতে পাই সংস্কার করেন ও এই সংস্কার করিতে ১৪ বৎসর লাগে ; সংস্কার শেষ হয় ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে।

বৌদ্ধ যুগ, শৈব যুগ, বা বৈষ্ণব যুগের প্রভাব, (যেমন ভগবানের কপালে ত্রিকুণ্ড রেখা) এই প্রবন্ধে আলোচনা করিলাম না। রামানুজ, রামানন্দ, কবীর ও চৈতন্যদেবের কীর্ত্তিও এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিতে পারিলাম না ; তজ্জন্য আমি দুঃখিত। ইতি—

সিউড়ী
৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪

শ্রীশরদিন্দু রায় বি, এ, বি, ই,
স্থপতিরত্ন।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের "শিল্প ও সাহিত্য" পুস্তক বিভাগ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলি :—

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী সাহিত্য কলা বিদ্যার্ণব প্রণীত :—

বর্ণচিত্রণ	মূল্য ১৲
চিত্র বিজ্ঞান	॥৵০
আলোক চিত্রণ	৸০
ছায়া বিজ্ঞান	॥৵০
ঠাকুর মা	॥০

পূজ্যপাদ স্বামী সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত :—

সাধন প্রদীপ	১৲
গুরু প্রদীপ	১॥০
জ্ঞান প্রদীপ (১ম ভাগ)	১।০
ঐ (২য় ভাগ)	১।০
সন্ধ্যা রহস্য বা সন্ধ্যা প্রদীপ	।৴০
গীতা প্রদীপ	৸০
যোগ বিজ্ঞান সহ উপাসনাক্রম বা পূজা প্রদীপ	২।৶
পুরশ্চরণ প্রদীপ	১৲
কাশী মাহাত্ম্য	৶০
ঠাকুর সদানন্দ	॥৵০
বিহারী বাবা	১৲

প্রাপ্তি স্থান :— ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, ২৪০।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
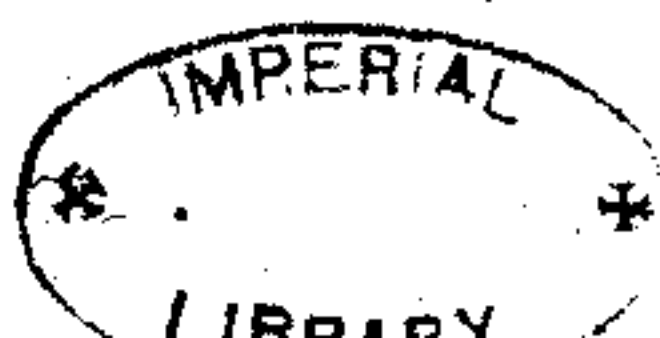
বীরভূম বাণী প্রেসে শ্রীনবগোপাল দাস
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ।